খোন্দকারের ধোকা ভঞ্জন

ও

জাল বিজ্ঞাপন রদ

বঙ্গের আওলিয়াকুল শ্রেষ্ঠ শায়খুল মিল্লাতে অদ্দীন, এমামোল হোদা,

হাদিয়ে জামান, সু-প্রসিদ্ধ পীর শাহ্ সূফী জনাব, আলহাজ্জ

হজরত মাওলানা —

মোহাম্মদ আবুবকর সিদ্দিকী (রহঃ)

কর্ত্তৃক অনুমোদিত

জেলা উত্তর ২৪ পরগণা বশিরহাট মাওলানাবাগ নিবাসী সু-প্রসিদ্ধ পীর,

মুহাদ্দিছ, মুফাচ্ছির, মুবাল্লিগ, মুবাহিছ, মুছান্নিফ, ফকিহ্ শাহ্ সূফী,

আলহাজ্জ হজরত আল্লামা —

মোহম্মদ রুহুল আমিন (রহঃ)

কর্ত্তৃক প্রণীত ও

মোঃ ইয়াকুব মক্কী যশোহরী কর্ত্তৃক

সংগৃহীত ও

পীরজাদা মোহাম্মদ শরফুল আমিন

কর্ত্তৃক

বশিরহাট-মাওলানাবাগ "নবনূর কম্পিউটার"

প্রেস থেকে মুদ্রিত ও প্রকাশিত

দ্বিতীয় মুদ্রণ - ১৪১৬ বঙ্গাব্দ

মূদ্রণ মূল্য- ৩০ টাকা মাত্র।

সূচীপত্র

বিষয়		পৃষ্ঠা
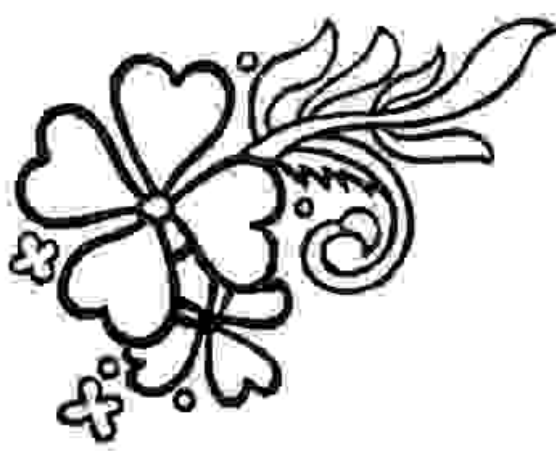
بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين والصلوة والسلام على رسوله

محمد واله و صحبه اجمعين

খোন্দকারের খোকা ভঞ্জন

ও

জাল বিজ্ঞাপন রদ

আলেম মণ্ডলীর খেদমত শরিফে জিজ্ঞাস্য এই যে, এতদ্দেশে ত্রিপুরা নিবাসী জনৈক অপরিচিত মুনশী লোক কয়েক বৎসর যাবৎ ছাএলী করিতে আসিতেন এবং কিছু দিবস পরে স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করিতেন। ইনি কোন শ্রেণীভুক্ত, তাহাও অবগত হওয়া সঙ্কট, কিন্তু আপনাকে শেখ বলিয়া পরিচয় দিতে লাগিলেন। এক সময়ে ইনি খুলনা জেলার অন্তর্গত ডুমুরিয়া গ্রামে অছেল তরফদারের বাটীতে উপস্থিত হইয়া আছরের চারি রাকয়াত নামাজ পড়েন, ইহাতে তাঁহারা বলিলেন, আপনি বিদেশী (মোছাফের) লোক হইয়াও কি জন্য কছর পড়েন না? মুনশীজী বলিলেন, "আমি একটি দোয়া পড়িয়া থাকি, সেই হেতু আমার কছর মাফ্ হইয়া গিয়াছে।" আর এক সময় তিনি সেই বাটীতে উপস্থিত হইয়া মগরেবের নামাজ দুই রাকয়াত পড়িয়াছিলেন, লোকে জিজ্ঞাসা করিল, আপনি কি জন্য দুই রাকয়াত পড়িলেন? মুনশীজী বলিলেন, "এবার আমি কছর পড়িয়াছি।" তথাকার জনৈক মুসুল্লি বলিয়া উঠিলেন, আমরা বাবার কালেও মগরেবের কছরের ফৎওয়া শুনি নাই, ইহাতে তিনি নিরুত্তর হইয়া তথা হইতে প্রস্থান করেন। তৃতীয় বারে তিনি রেশমী কাপড় পরিধান করতঃ তথায় উপস্থিত হন, তাঁহারা উক্ত কাপড়ের বিষয় জিজ্ঞাসা করায় মুনশীজী বলিলেন, "রেশমী কাপড় পুরুষের পক্ষে হালাল।" তৎপরে গড় নামক স্থানে কয় টাকার গুরুগিরি করিতে থাকেন, এই সময় উক্ত

অঞ্চলের মুর্শিদ ও আলেম মণ্ডলীর উপর সাধারণ লোকের অভক্তি জন্মাইবার ও তাঁহাদের মুরিদগণকে করায়ত্ত করিবার মানসে আপনাকে তরিকতের ফকির বলিয়া ডঙ্কা বাজাইতে আরম্ভ করিলেন এবং জাতীয় গৌরব, জাতি নিন্দা ও মৌলবী- মাওলানার নিন্দা আরম্ভ করতঃ, নিরক্ষর লোকদিগকে মোহিনী মন্ত্রে ভুলাইয়া মুরিদ করিতে লাগিলেন। তিনি এত উচ্চৈস্বরে জেকের করেন যে, চারি কিম্বা পাঁচ শত হাত দূরস্থিত লোকের নিদ্রা ভঙ্গ হয়, এবং জেকের কালে নিজের শরীর কাঁপাইতে থাকেন, আর তাঁহার মুরিদেরা ছট্‌ফট্‌ করিতে করিতে ও ব্যাঙের ন্যায় লাফাইতে লাফাইতে অগ্রসর হন। তিনি কখন কখন গীত গাইতে থাকেন এবং গীতপ্রিয় লোকদিগকে গীত বাদ্য হালাল হওয়ার ফৎওয়া দিয়া থাকেন এবং কয়েকজন পীরের নামে মানসা করিতে হুকুম দিয়া থাকেন, আরও উক্ত মুনশীজী হুকুম দিয়াছেন যে, শরিয়তের নামাজ, রোজা ইত্যাদি কাজ করিলে, নাজাত (মুক্তি) পাওয়া সম্ভব নহে, তরিকতের জেকের করিলেই নাজাত লাভ হইবে। আর এক খণ্ড বিজ্ঞাপনে কয়েক জন আলেমের নাম ও কয়েকটি মসলা প্রকাশ করিয়াছেন। এক্ষণে আমরা জানিতে চাহি যে, মগরেবে কছর জায়েজ কি না? দোয়া পড়িয়া কছর মাফ্ পাওয়া যায় কি না? রেশমী কাপড় পরিধান করা পুরুষের পক্ষে হালাল কিনা? গীত বাদ্য জায়েজ কি না? পীরদিগের নামে মানসা মানা জায়েজ কি না? শরিয়তের কাজ করিলে নাজাত হইবে কি না? পরহেজগার কোরআণ হাদিছ তত্তজ্ঞ মাওলানা মৌলবীদের উপর ঘৃণা প্রকাশ করা বা এন্‌কার করা জায়েজ কি না? তাঁহাদিগকে অকথ্য ভাষায় গালি দেওয়া জায়েজ কি না? নিজের জাতির গৌরব এবং অন্যের জাতির নিন্দা করা জায়েজ কি না? অতি উচ্চৈস্বরে জেকের করা জায়েজ কি না? জেকেরের সময় লাফালাফি করা জায়েজ কি না? ফকিরি ও এল্‌ম প্রকাশ করিবার জন্য বিজ্ঞাপন প্রকাশ করা জায়েজ কি না? উক্ত মুনশীজীর লিখিত বিজ্ঞাপনের মস্‌লাগুলি সত্য কি না? এইরূপ মুনশীজীর নিকট মুরিদ হওয়া জায়েজ কি না? আশা করি, মৌলবী মাওলানা সাহেবগণ দলিল দ্বারা উক্ত মস্‌লাগুলির মীমাংসা করিয়া সমাজের কল্যাণ সাধন করিবেন।

ইতি-

জনৈক দক্ষিণ দেশ বাসী

উত্তর

প্রথম ও দ্বিতীয় মস্‌লা

শামি, ১ম খণ্ড, ৫৭৯ পৃষ্ঠা ঃ—

صلى الفرض الرباعى ركعتين وجوبا لقول ابن عباس - و احترز بالرباعى عن الفجر والمغرب -

মোছাফেরের পক্ষে চারি রাকয়াত ফরজ স্থলে দুই রাকয়াত ফরজ পড়া ওয়াজেব, ইহা হজরত এবনে আব্বাছের (রাদিঃ)-এর মত। ফজর ও মগরেবে কছর পড়িতে হইবে না।

আলমগিরি, ১ম খণ্ড, ৮৯ পৃষ্ঠা ঃ—

والقصر واجب عندنا كذا فى الخلاصة -

খোলাছা কেতাবে লিখিত আছে, হানিফি মজহাবে (মোছাফেরের পক্ষে) কছর পড়া ওয়াজেব।

বাহরোর রায়েক দ্বিতীয় খণ্ড, ১৩০ পৃষ্ঠা ঃ—

والمراد وجوب قصرها حتى لواتم فانه اثم عاص لان الفرض عندنا من ذوات الاربع ركعتان فى حقه و قيد بالرباعى لانه لا قصر فى الفرض الثنائى والثلاثى -

মূল মর্ম্ম এই যে, (মোছাফেরের পক্ষে) চারি রাকয়াত ফরজ স্থলে দুই রাকয়াত ফরজ পড়া ওয়াজেব, এমন কি যদি কোন মোছাফের (কছর না পড়িয়া) চারি রাকয়াত পড়ে, তবে মহা গোনাহগার হইবে, কেননা হানিফি মতে তাহার পক্ষে চার রাকয়াত স্থলে দুই রাকয়াতই ফরজ হইয়াছে। ফজর ও মগরেবে কছর নাই।

মাজ্মায়োল-আনহোর, ১ম খণ্ড, ১৬১ পৃষ্ঠা ঃ—

عن ابن عمر رضى الله تعالى عنهما من صلى فى السفر اربعا كمن صلى فى الحضر ركعتين - فعلم بهذا ان القصر عزيمة عندنا وفيه اشارة الى ان لاقصر فى الثلاثى والثنائى -

হজরত এব্নে ওমার (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, যে ব্যক্তি ছফরে চারি রাকয়াত ফরজ পড়ে, আর যে ব্যক্তি স্বদেশে থাকিয়া চারি রাকয়াত ফরজ স্থলে দুই রাকয়াত পড়ে, (উভয় ব্যক্তি সমান গোনাহ্গার হইবে) ইহাতে প্রমাণিত হইল যে, মোছাফেরের পক্ষে কছর পড়া ওয়াজেব। ফজর ও মগরেবে কছর নাই।

পাঠক, উপরোক্ত প্রমাণ সমূহের দ্বারা প্রকাশিত হইল যে, মোছাফের ব্যক্তি ছফর করিতে করিতে কছর ত্যাগ করিলে মহাপাপী হইবে এবং মগরেবে কছর পড়িলে, উক্ত নামাজ বাতীল হইয়া যাইবে।

তৃতীয় মস্‌লা

ছহি তেরমজি, ২৬৩ পৃষ্ঠা ঃ—

حرم لباس الحرير والذهب على ذكور امتى

জনাব হজরত নবি করিম (ছাঃ) বলিয়াছেন, আমার উম্মতের পুরুষদের উপর রেশ্মী কাপড় ও স্বর্ণ (ব্যবহার) হারাম করা হইয়াছে।

ফেকহে আকবরের টীকা, ২০৩ পৃষ্ঠা ঃ—

فى المحيط من انكر الاخبار المتواترة فى الشريعة كفرمثل حرمة لبس الحرير على الرجال -

পুরুষদের উপর রেশমী বস্ত্র হারাম, এইরূপ শরিয়তের অকাট্য প্রমাণে যে হাদিছ সমূহ প্রমাণিত হইয়াছে, যে কেহ উহা অমান্য (এনকার) করিবে সে কাফের হইবে।

চতুর্থ মস্‌লা

কোরআণ, ছুরা লোকমান,—

ومن الناس من يشترى لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم۔

"লোকের মধ্যে কেহ এমন আছে যে, ক্রীড়া জনক কথা অবলম্বন করে, উদ্দেশ্য এই যে, বিনা এলমে (লোককে) খোদার পথ হইতে গোমরাহ্‌ করে।"

তফছির আহ্‌মদির ৬০০ পৃষ্ঠায় বর্ণিত আছে যে, উক্ত আয়ত হইতে গীত হারাম হওয়া প্রমাণিত হইতেছে।

কোরআণ, ছুরা নজম;—

افمن هذا الحديث تعجبون ۝ و تضحكون ولا تبكون ۝ وانتم سامدون ۝

অনন্তর তোমরা কি এই কথায় আশ্চার্য্যান্বিত হইতেছ এবং হাস্য করিতেছ ও ক্রন্দন করিতেছ এবং তোমরা সঙ্গীত করিতেছ ?

তফছির আহ্‌মদীর উক্ত পৃষ্ঠায় উক্ত আয়ত হইতে গীত হারাম হইবার মত লিখিত হইয়াছে।

কোরআণ, ছুরা বনি ইস্রায়েল;—

واستفزز من استطعت منهم بصوتك

"এবং তুমি তাহাদের মধ্যে যাহাকে পার, নিজ শব্দে (গীত বাদ্য দ্বারা) গোমরাহ্ কর।"

শয়তান যে সময় বলিয়াছিল, আমি আদম সন্তানকে গোমরাহ্ করিব, খোদাতায়ালা সেই সময় উহাকে ভর্ৎসনা করিয়া বলিয়া ছিলেন, তুমি গীত বাদ্য দ্বারা যাহাকে গোমরাহ্ করিতে পার, কর।

তফছির আহ্মদির উক্ত পৃষ্ঠায় লিখিত আছে যে, উক্ত আয়ত হইতে গীত বাদ্য হারাম হওয়া প্রমাণিত হইতেছে।

মেশকাত, ৪৫৬ পৃষ্ঠা ঃ—

ليكونن من امتى اقوام يستحلون الخز والحرير والخمر والمعازف (الى) ويمسخ اخرين قردة و خنازير الى يوم القيمة۔ رواه البخارى

ছহিহ বোখারিতে বর্ণিত আছে, জনাব হজরত নবি করিম (ছাঃ) বলিয়াছেন, নিশ্চয় আমার উম্মতের মধ্যে কয়েক দল লোক হইবে যাহারা রেশম, মদ ও বাদ্য হালাল বুঝিবে, খোদাতায়ালা উহাদের শেষ দলকে কেয়ামত অবধি বানর ও শূকর রূপে পরিণত করিবেন।

মেশ্‌কাত, ৩১৮ পৃষ্ঠা ঃ—

امرنى ربى عزوجل بحق المعارف والمزامير۔

জনাব হজরত নবি করিম (ছঃ) বলিয়াছেন, আমার মহিমান্বিত প্রতিপালক, গীত বাদ্য লোপ করিবার জন্য আমার প্রতি আদেশ করিয়াছেন।

মেশ্‌কাত, ১৯১ পৃষ্ঠা ঃ—

سيجئ بعدى قوم يرجعون بالقران ترجيع الغناء والنوح لا يجاوز حناجرهم مفتونة قلوبهم۔ و قلوب الذين يعجبهم شانهم۔

জনাব হজরত নবি করিম (ছাঃ) বলিয়াছেন, আমার পরে একদল লোক আসিবে, তাহারা কোরআন শরিফ গানের সুরে পড়িবে, কোরআন তাহাদের কণ্ঠের নীচে যাইবে না। তাহাদের হৃদয় ও যাহারা তাহাদের এই কর্ম্ম পছন্দ করে, তাহাদের হৃদয় কলুষিত হইয়াছে।

পঞ্চম মসলা

কোরআণ, ছুরা বাকার;—

انما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير و ما اهل به لغير الله۔

নিশ্চয় খোদাতায়ালা তোমাদের উপর মৃত, রক্ত, শূকরের মাংস এবং যাহা খোদা ব্যতীত অন্য কাহারও জন্য ডাকা (শোহরত দেওয়া) হইয়াছে, হারাম করিয়াছেন।

বাহরোর রায়েক, দ্বিতীয় খণ্ড, ২৯৮ পৃষ্ঠা;—

واما النذر الذی ینذره اکثر العوام علی ماهو مشاهد یأتی بعض الصلحاء فیقول یا سیدی فلان رد او غائبی او عوفی مریضی او قضیت حاجتی فلک من الذهب کذا او من الطعام کذا او من الماء کذا او من الشمع کذا او من الزیت کذا فهذا النذر باطل بالاجماع لوجوه منها انه نذر مخلوق والنذر لمخلوق لا یجوز لا نه عبادة والعبادة

لاتكون للمخلوق و منها ان المنذور له ميت والميت

لايملك و منها ان ظن ان الميت يتصرف فى الامور دون

الله تعالى واعتقاده ذلك كفر انتهى مخلصا -

সাধারণ লোক মানসা করিতে কোনও পীরের (গোরের) নিকট নিকট আসিয়া বলিতে থাকে,"হে অমুক পীর ছাহেব, যদি অমুক নিরুদ্দেশ ব্যক্তি ফিরিয়া আশে, অমুক পীড়িত ব্যক্তি আরোগ্য লাভ করে, কিম্বা আমার বাসনা পূর্ণ হয়, তবে তোমার জন্য এত স্বর্ণ, এত রৌপ্য, এত খাদ্য, এত পানীয় দ্রব্য, এত মোমবাতি কিম্বা এত জৈতুনের তৈল দিব।" এইরূপ মানসা কয়েক কারণে বাতীল। প্রথম এই যে, উহা সৃষ্টি বস্তুর মানসা করা এক প্রকার এবাদত, কাজেই উহা সৃষ্ট জীবের জন্য জায়েজ হইতে পারে না। দ্বিতীয় এই যে, যাহার নিকট মানসা করা হইল, তিনি মৃত্যু প্রাপ্ত হইয়াছেন, আর মৃত ব্যক্তি কিছু করিতে সক্ষম নহেন। তৃতীয় যদি কেহ ধারণা করে, যে মৃতব্যক্তি খোদাতায়ালা ভিন্ন ভাল করিবার অধিকার রাখেন, তবে এইরূপ মতের জন্য কাফের হইয়া যাইবে।

শামি, ২য় খণ্ড, ১৩৯ পৃষ্ঠা ঃ—

واعلم ان النذر الذى يقع الاموات من اكثر العوام

ومايؤخذ من الدراهم والشمع والزيت و نحوها الى

ضرائح الاولياء الكرام تقربا اليهم فهو بالاجماع باطل و

حرام -

অধিকাংশ নিরক্ষর লোক মৃতদের জন্য মানসা করে এবং টাকা, মোমবাতি ও জেতুন তৈল ইত্যাদি বোজর্গ অলি উল্লাহ্‌দের কবরের নিকট তাঁহাদের সম্মানের জন্য লইয়া যায়, এইরূপ কাজ বাতীল ও হারাম।

ষষ্ঠ মসলা

মেশ্‌কাত, ১৪ পৃষ্ঠা ঃ—

عن معاذ قال قلت يا رسول الله اخبرنى بعمل يدخلنى الجنة و يباعد نى من النار...... تعبد الله و لا تشرك به شيئا وتقيم الصلوة وتوتى الزكوة و تصوم رمضان و تحج البيت۔

হজরত মোয়াজ (রাদিঃ) হইতে বর্ণিত হইয়াছে, তিনি বলিলেন, "ইয়া রাছুলোল্লাহ্‌, আমাকে এরূপ কাজের সন্ধান বলিয়া দিন, যে কাজ আমাকে বেহেশ্‌তে লইয়া যায় এবং দোজখ হইতে রক্ষা করে।" তদুত্তরে হজরত বলিলেন,"খোদাতায়ালার এবাদত কর, তাঁহার সহিত কোনও বস্তুর শরিক করিও না, নামাজ আদায় কর, রমজানের রোজা কর এবং কাবা শরিফে হজ্জ কর।'

মেশ্‌কাত, ১৩ পৃষ্ঠা ঃ—

با يعونى على ان لا تشركوا بالله شيئا ولا تسرقوا و لا تزنوا ولا تقتلوا اولادكم و لا تاتوا ببهتان تفترونه بين ايديكم و ارجلكم ولا تعصوا فى معروف ۔

জনাব হজরত নবি করিম (ছাঃ) বলিয়াছেন, তোমরা আমার নিকট এই শর্তে বয়য়াত (তওবা) কর যে, তোমরা খোদাতায়ালার সহিত কোনও

বস্তুর শরিক করিও না, চুরি করিও না, ব্যভিচার (জেনা) করিও না, নিজেদের সন্তান হত্যা করিও না, কাহারও অপবাদ করিও না এবং সৎকাজে অবাধ্য হইও না।

পাঠক, উপরোক্ত হাদিছদ্বয় দ্বারা প্রমাণিত হইল যে, যে কেহ শরিয়ত পালন করিবে, নিশ্চয় পরকালে নাজাত (মুক্তি) পাইবে। জনাব হজরত নবি করিম (ছাঃ) ছাহাবাদিগের শরিয়ত পালন করিবার জন্য মুরিদ করিয়াছিলেন। জেকের করা মোস্তাহাব, উহা করিলে বেশী দরজা লাভ হইবে।

সপ্তম মসলা

আলমগিরি, তৃতীয় খণ্ড, ১৬৩ পৃষ্ঠা ঃ—

ويخاف عليه الكفر اذا شتم عالما او فقيها من غير سبب -

যে ব্যক্তি অকারণে কোনও কোরআণ হাদিছ তত্ত্বজ্ঞ আলেম কিম্বা ফকিহ্‌কে গালি গালাজ করে, তাহার কাফের হইবার বিশেষ সম্ভাবনা।

বাহরোর-রায়েক, পঞ্চম খণ্ড, ১২৩।১২৪ পৃষ্ঠা ঃ—

يخاف عليه الكفر اذا شتم عالما او فقيها من غير سبب -

من ابغض عالما من غير سبب ظاهر خيف عليه الكفر ولو صغر الفقيه او العلوى قاصدا الاستخفاف بالدين كفر -

যে ব্যক্তি কোনও কোরআণ হাদিছ অভিজ্ঞ বিদ্বান কিম্বা ফকিহ্‌কে বিনা কারণে গালি গালাজ করে, তাহার কাফের হইবার বিশেষ সম্ভাবনা। যে ব্যক্তি স্পষ্ট কারণ ব্যতীত কোনও কোরআন হাদিছের আলেমের সহিত বিদ্বেষ ভাব পোষণ করে, তাহার কাফের হইবার বিশেষ সম্ভাবনা। যদি কেহ দ্বীনের উপর অবজ্ঞা করণেচ্ছায় কোন ফকিহ আলেম বা আলাবিকে এনকার করে, তবে সে ব্যক্তি কাফের হইবে।

ফেক্‌হে আকবর ঃ—

لا شک فی کفر من انکره فضلا عمن ابغضه۔

যে ব্যক্তি কোন আলেমকে এনকার করে, তাহার কাফের হইবার পক্ষে কোন সন্দেহ নাই, আর যে ব্যক্তি কোন আলেমের সহিত বিদ্বেষ ভাব পোষণ করে, সে ব্যক্তি কাফের হইবেই হইবে।

আশ্‌বাহ্‌ অন্নাজাএর ঃ—

الا ستهزاء بالعلم و العلماء کفر۔

এল্‌ম বা আলেমদিগের প্রতি বিদ্রূপ করিলে, কাফের হইতে হইবে।

মাজমায়োল-আনহোর, ৬৯৫ পৃষ্ঠা ঃ—

من اهان الشریعة او المسائل التی لابد منها کفر و من ابغض عالما من غیر سبب ظاهر خیف علیه الکفر ولوشتم فم عالم فقیه او علوی یکفر و تطلق امرته ثلاثا اجماعا کما فی مجموعة المویدی نقلا عن الحاوی لکن فی عامة المعتبرات ان هذه الفرقة فرقة بغیر طلاق۔

যে ব্যক্তি শরিয়ত কিম্বা উহার অত্যাবশ্যাকীয় মস্‌লা সমূহ এনকার করে, সে ব্যক্তি কাফের হইবে। যে ব্যক্তি বিনা কোনও স্পষ্ট কারণে কোরাআণ হাদিছ তত্ত্বজ্ঞ বিদ্বানের সহিত দ্বেষ-হিংসা করে, তাহার কাফের হইবার বিশেষ সম্ভাবনা। যে ব্যক্তি কোনও ফেকা তত্ত্বজ্ঞ আলেম বা আলাবিকে গালাগালি করে, সে ব্যক্তি কাফের হইবে এবং আলেমদিগের এজমায় তাহার স্ত্রীর উপর তিন তালাক হইবে। ইহা হাবি ও মজমুয়া মোয়াইয়েদি কেতাবদ্বয়ে আছে। অধিকাংশ বিশ্বাসযোগ্য কেতাবে আছে যে, বিনা তালাকে তাহার স্ত্রীর নিকাহ্‌ ভঙ্গ হইবে।

কোরআণ ছুরা হুজুরাত :—

يا يها الذين امنوا ..... ولا يغتب بعضكم بعضا ايحب احدكم ان يأكل لحم اخيه ميتا۔

"হে ইমানদারগণ, তোমাদের একজন যেন অন্যের অপবাদ না করে, তোমাদের কেহ কি নিজের মৃত ভ্রাতার মাংস ভক্ষণ করিতে ভালবাসে?" অর্থাৎ অন্যের অপবাদ করা মৃত ভ্রাতার মাংস ভক্ষণ করার তুল্য মহাপাপ।

মেশ্‌কাত, ৪১৫ পৃষ্ঠা :—

الغيبة اشد من الزنا۔

গিবত করা ব্যভিচার (জেনা) অপেক্ষা কঠিন পাপ।

ছহিহ্ তেরমজি :—

ليس المؤمن بالطعان واللعان ولا الفاحش و لا البذئ۔

ইমানদার ব্যক্তি বিদ্রূপ করে না, অভিসম্পাত (লানত) করে না, কটু ভাষা ও অশ্লীল বাক্য প্রয়োগ করে না।

ছহিহ বোখারি ও মোছলেম :—

سباب المسلم فسوق۔

মুসলমানকে গালি দেওয়া ফাছেকি (পাপ) কাজ।

কোরআণ ছুরা হুজুরাত :—

يا يها الذين امنوا لا يسخر قوم من قوم عسى ان يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى ان يكن خيرا منهن۔

হে ইমানদারগণ, এক শ্রেণী যেন অন্য শ্রেণীর উপর বিদ্রূপ না করে,

হইতে পারে যে, শেষোক্ত লোক সকল প্রথমোক্ত লোক সকল হইতে উত্তম হয়েন, আর যেন এক শ্রেণীর স্ত্রীলোকেরা অন্য শ্রেণীর স্ত্রীলোকদিগের উপর বিদ্রূপ না করে, হইতে পারে ইহারা তাহাদের অপেক্ষা উত্তম হয়েন।

আরও উক্ত ছুরা :—

يايها الناس انا خلقنكم من ذكر وانثى و جعلنكم شعوبا و قبائل لتعارفوا ط ان اكرمكم عند الله اتقكم۔

হে মানবকুল, নিশ্চয় আমি তোমাদিগকে এক পুরুষ ও এক স্ত্রী হইতে সৃজন করিয়াছি এবং তোমরা একে অন্যকে চিনিতে পারিবে, এই উদ্দেশ্যে তোমাদিগকে দল দল শ্রেণী শ্রেণী করিয়াছি, (অহঙ্কার ও গৌরব করিবার জন্য এইরূপ করি নাই)। নিশ্চয় তোমাদের মধ্যে বেশী পরহেজগার ব্যক্তি বেশী শরিফ (বোজর্গ)।

ছহিহ মোছলেম :—

المسلم اخو المسلم لا يظلمه و لا يخذله و لا يحقره التقوى ههنا ويشير الى صدره ثلث مرار بحسب امرى من الشر ان يحقر اخاه المسلم۔ كل المسلم على المسلم حرام دمه و ماله و عرضه۔

জনাব হজরত নবি করিম (ছাঃ) বলিয়াছেন,-এক মুসলমান অন্যমুসলমানের ভাই, যেন এক অন্যের প্রতি অত্যাচার না করে, একে অন্যের সাহায্য করিতে ত্রুটি না করে এবং অন্যকে ঘৃণা না করে জনাব হজরত নবি করিম (ছাঃ) বুকের দিকে তিনবার ইশারা করিয়া বলিলেন, পরহেজগারি এই স্থলে। (আরও বলিলেন) মানুষের মন্দ হইবার ইহাই যথেষ্ট লক্ষণ যে, সে

আপন মুসলমান ভাইকে ঘৃণা করে। মুসলমানের রক্তপাত করা, অর্থ বা সম্ভ্রম নষ্ট করা, প্রত্যেক মুসলমানের পক্ষে হারাম।

ছহিহ মোছলেম ঃ—

ان اللّٰه اوحىٰ الى ان تواضعوا حتى لا يفخر احد على احد ـ

জনাব হজরত নবি করিম (ছাঃ) বলিয়াছেন, নিশ্চয় খোদাতায়ালা আমার নিকট অহি পাঠাইয়াছেন যে, তোমরা বিনম্র হও, যেন এক অন্যের উপর অহঙ্কার না করে।

ছহিহ মোছলেম ঃ—

لا يدخل الجنة من كان فى قلبه مثقال ذرة من كبر ـ

যাহার মনে এক বিন্দু পরিমাণ অহঙ্কার আছে, সে ব্যক্তি (হিসাবের পরে) বেহেশ্‌তে প্রবেশ করিবে না।

ছহিহ মোছলেম ঃ—

اثنتان فى الناس هما بهما كفر الطعن فى النسب والنياحة

দুই শ্রেণীর লোকের মধ্যে কাফেরদের নিয়ম প্রবেশ করিয়াছে, এক জাতি নিন্দা করা, দ্বিতীয় মৃতের জন্য উচ্চস্বরে রোদন করা।

ছহি আবুদাউদ ও তেরমজি ঃ—

لينتهين اقوام يفتخرون با بائهم الذين ماتوا انما هم فحم من جهنم و ليكو نن اهون على اللّٰه من الجعل الذى يدهده الخراء بانفه ان اللّٰه قد اذهب عنكم عبية الجاهلية و فخر ها با لا باء انما هو مؤمن تقى او فاجر شقى الناس كلهم بنو ادم و ادم من تراب ـ

যে সকল লোকেরা তাহাদের মৃত পিতৃগণের গৌরব করেন, তাহারা যেন এরূপ কাজ না করেন, নিশ্চয় তাহারা জাহান্নামের কয়লা, অথবা তাহারা খোদাতায়ালার নিকট উক্ত কীট হইতে নিকৃষ্ট যে আপন নাসিকা দ্বারা বিষ্ঠা নাড়াইতে থাকে। নিশ্চয় খোদাতায়ালা তোমাদের (মুসলমানদের) অহঙ্কার ও পিতৃগণের গৌরব দূর করিয়াছেন। মানুষ হয় ইমানদার পরহেজগার, না হয় হতভাগ্য গোনাহ্‌গার। সকল মানুষ আদম সন্তান এবং আদম মৃত্তিকা হইতে সৃজিত হইয়াছেন।

ছহিহ তেরমজি ঃ—

يحشر المتكبرون امثال الذر يوم القيامة فى صور الرجل يغشاهم الذل من كل مكان يساقون الى سجن فى جهنم يسمى بولس تعلوهم نار الانيار يسقرن من عصارة اهل النار طينة الخبال-

অহঙ্কারী লোক সকল কেয়ামতের দিবসে পিপীলিকার ন্যায় মানুষের আকারে জীবিত হইবে, প্রত্যেক স্থান হইতে তাহাদিগের উপর বিপদ ও যন্ত্রণা আসিতে থাকিবে, তাহারা জাহান্নামের বুলাছ নামক কারাগারের দিকে বিতাড়িত হইবে, সর্ব্বাপেক্ষা কঠিন অগ্নি তাহাদিগকে পরিবেষ্টন করিবে এবং জাহান্নামীদের শরীরের বিগলিত মাংস ও রক্ত তাহাদের খাদ্য হইবে।

ছহিহ বোখারি ও মোছলেম ঃ—

سئل رسول الله صلعم اى الناس اكرم قال اكرمهم عند الله اتقهم-

জনাব হজরত নবি করিম (ছাঃ) জিজ্ঞাসিত হইয়াছিলেন যে, কোন মানুষ বেশী বোজর্গ (শরিফ) হইবেন ? তদুত্তরে হজুর বলিয়াছিলেন যে, তাহাদের মধ্যে বেশী পরহেজগার ব্যক্তি বেশী বোজর্গ হইবেন।

শামি ঃ—

المراد بالاشراف من كان كريم النفس حسن الطبع -

সচ্চরিত্র ও শিষ্টাচারী ব্যক্তিগণই আশরাফ্ হইবেন।

আরও উক্ত কেতাব ঃ—

ان المسبوب من الاشراف كالفقهاء والعلوية ليعزر -

ফকিহ্, আলেমগণ ও হজরত আলির (রাদিঃ) বংশধরগণ আশরাফ হইবেন, যে ব্যক্তি তাহাদিগকে কটুবাক্য বলে, তাহাকে বেত্রাঘাত করা চাই।

কালইউবি ঃ—

سئل سفيان الثورى من الاشراف قال الاتقيا -

এমাম ছুফিয়ান ছওরি জিজ্ঞাসিত হইয়াছিলেন যে, কাহারা আশরাফ হইবেন ? তদুত্তরে তিনি বলিয়াছিলেন, পরহেজগারগণ আশরাফ্ হইবেন।

কোরআণ ছুরা ফাত্বের ঃ—

انما يخشى الله من عباده العلمؤا -

নিশ্চয় মানব কুলের মধ্যে আলেমগণই খোদার ভয় করিয়া থাকেন।

কোরআণ ছুরা মোজাদালাহ ঃ—

والذين اوتوا العلم درجت -

যাহারা এলম্ প্রদত্ত হইয়াছেন, তাহারাই মর্য্যাদা ধারী হইবেন।

ছহিহ আবুদাউদ, তেরমজি ও এবনে মাজা ঃ—

ان العلماء ورثة الانبياء لم يورثوا دينارا و لا درهما

وانما ورثوا العلم فمن اخذه اخذ بحظ وافر -

নিশ্চয় আলেমগণ পয়গম্বরগণের ওয়ারেছ, নিশ্চয় পয়গম্বরগণ টাকা কড়ি ত্যাগ করিয়া যান নাই, নিশ্চয় তাঁহারা এল্‌মে ত্যাগ করিয়া গিয়াছেন, যে ব্যক্তি উহা প্রাপ্ত হইয়াছেন, তিনি শ্রেষ্ঠ অংশ প্রাপ্ত হইয়াছেন।

ছহিহ্ তেরমজি ঃ—

فقيه واحد اشد على الشيطان من الف عابد۔

একজন ফকিহ্ আলেম শয়তানের পক্ষে সহস্র জন তাপস (দরবেশ) অপেক্ষা কঠিন।

দোররোল-মোখ্‌তার ও শামি;—

وان (فسر الحسيب) بالعالم فكفؤ (للعلوية) لان شرف العلم فوق شرف النسب والمال كما جزم به البزازى و ارتضاه الكمال وغيره۔

ভিন্ন দেশের আলেম আরবের হজরত আলি (রাঃ) বংশোদ্ভবা স্ত্রীলোকের সহিত বিবাহে সমকক্ষ (কফু) হইবেন, কেননা, বিদ্যার বোজর্গী (শরাফত) অর্থ ও বংশের বোজর্গী অপেক্ষা শ্রেষ্ঠতম। বাজ্জাজি এই মতটী বিশ্বাসযোগ্য ধারণা করিয়াছেন এবং কামালদ্দিন প্রভৃতি মনোনীত মত বলিয়াছেন।

অষ্টম মস্‌লা

ছহিহ্ বোখারি ও মোছলেম ঃ—

عن ابى موسى الاشعرى قال كنا مع رسول الله صلعم فى سفر فجعل الناس يجهرون بالتكبير فقال رسول الله صلعم يا ايها الناس اربعوا على انفسكم انكم لا تدعون اصم ولا غائبا لكم تدعون سميعا بصيرا۔

হজরত আবু মুছা আশয়ারি বলিয়াছেন, আমরা জনাব হজরত নবি করিমের (ছাঃ) সঙ্গে বিদেশে ছিলাম, তৎপরে লোকে উচ্চস্বরে তকবির পড়িতে লাগিলেন, ইহাতে হজুর বলিলেন, হে লোক সকল তোমরা নরম সুরে (মৃদু স্বরে) উহা বল, কেননা তোমরা যে খোদাকে ডাকিতেছ, তিনি বধির ও অনুপস্থিত নহেন, নিশ্চয় তোমরা এমন খোদাকে ডাকিতেছ- যিনি শুনিতে ও দেখিতে পান।

বোরহান :—

رفع الصوت بالذكر بدعة لمخالفة قوله تعالى

واذكر ربك في نفسك الخ۔

জেকের করিতে উচ্চ শব্দ করা বেদয়াত, কেন না ইহা কোরআণ শরিফের আয়াতের খেলাফ।

এইরূপ হেদায়ার টীকা গায়াতোল-বায়ান ও কেফায়া কেতাবদ্বয়ে বর্ণিত আছে। মোস্তাফা লেখক বলিয়াছেন যে, উচ্চ শব্দে জেকের করা মকরূহ্। ফাতাওয়া-আলামিয়া ও বাহরিয়াতোল মোগনিতে বর্ণিত আছে যে, জেকেরের সময় ছুফিগণের উচ্চ শব্দ করিতে নিষেধ করা আবশ্যক।

কওলোল-জমিল :—

والمراد بالجهر هو غير المفرط فلا منافاة بينه و بين

مانهى رسول الله صلعم حيث قال اربعوا الخ۔

কাদরিয়া তরিকার জলি জেকের করিবার নিয়ম আছে, আর হাদিছ শরিফে উচ্চ শব্দে জেকের করা নিষিদ্ধ হইয়াছে, এই বিরোধ ভঞ্জন এইরূপে হইবে যে, কাদরিয়া তরিকায় অল্প অল্প আওয়াজে (শব্দে) জেকের করিতে হয়, ইহা নিষিদ্ধ নহে, আর হাদিছ শরিফে উচ্চ শব্দে জেকের করা নিষিদ্ধ হইয়াছে।

শামি কেতাবে আছে, যে জাহেরা জেকেরে লোকের নিদ্রা ভঙ্গ হইতে পারে বা নামাজ নষ্ট হইতে পারে, কিম্বা রিয়াকারীর আশঙ্কা হয়, উহা নিষিদ্ধ, কিন্তু যে জাহেরা জেকেরে কাহারও নামাজ বা নিদ্রার ক্ষতি না হয়, অথবা রিয়াকারীর ভয় না থাকে, উহা অবাধে জায়েজ হইবে।

পাঠক, ত্রিপুরার মুনশীজীর জেকেরের ধমকে চারি কিম্বা পাঁচ শত হাত দূরস্থিত লোকদেরও নিদ্রা ভঙ্গ হইয়া যায়, কাজেই উহা যে নিষিদ্ধ ও নাজায়েজ হইবে, ইহাতে কোন সন্দেহ নাই।

আলমগিরি ঃ—

ومن اليتيمية سئل الحلوائى عمن سموا انفسهم بالصوفية فاختصوا بنوع ليس و اشتغلوا باللهو و ادء الرقص و ادعوا لانفسهم منزلة فقال افتروا على الله كذبا و سئل ان كانوا زايغين من الطريق المستقيم هل ينفون من البلاد ليقطع فتنتهم عن العامة فقال اماتة الاذى ابلغ فى اليانة و امثل فى الديانة و تميز الخبيث من الطيب ازكى و اولى-

ফাতাওয়া এতিমিয়াতে বর্ণিত আছে যে, লোকে এমাম হালওয়ায়ীকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন যে, যাহারা আপনাদিগকে ছুফি (দরবেশ) বলিয়া পরিচয় দেয়, একপ্রকার খাস পোষাক পরিধান করে, লাফালাফি ও ক্রীড়া করিতে রত থাকে এবং আপনাদিগকে (খোদার নিকট পদপ্রাপ্ত) বোজর্গ বলিয়া দাবি করে, (তাহাদের সম্বন্ধে আপনি কি বলেন?) তদুত্তরে উক্ত এমাম বলিলেন, তাহারা খোদাতায়ালার উপর মিথ্যা দোষারোপ করিয়াছে। আরও লোকে তাঁহাকে

জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, যদি তাহারা (উক্ত দরবেশ দল) গোমরাহ্ হয়, তবে সাধারণ লোক তাহাদের কর্ত্তৃক প্রতারিত ও গোমরাহ না হয়, এই হেতু তাহাদিগকে শহর হইতে তাড়াইয়া দেওয়া যাইবে কি না? এমাম হালওয়ায়ী এতচ্ছ্রবণে বলিলেন, পথ হইতে কণ্ঠক দূর করা দিনদারী ও ধর্ম্ম রক্ষার জন্য অতি উত্তম, পবিত্র বস্তু হইতে অপবিত্রকে পৃথক করা উচিত।

আরও আলমগিরিতে আছে ঃ—

বর্ত্তমান কালের ছুফিগণ গীত করিয়া ও শুনিয়া থাকে এবং লাফালাফি নাচানাচি করিয়া থাকে, ইহা হারাম, তাহাদের নিকট যাওয়া ও তাহাদের মজলিসে বসিয়া থাকা জায়েজ নহে, লাফালাফি করা এবং গীত বাদ্য করা একই সমান।

তফ্ছির কোরতবিতে বর্ণিত আছে, লোকে এমাম আবুবকর তরতুশিকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন যে, আপনি এ বিষয়ে কি বলেন যে, এক দল লোক এক স্থানে সমবেত হইয়া অতিরিক্ত খোদার জেকের ও জনাব হজরত নবি করিমের (ছাঃ) বিষয় উত্থাপন করিতে থাকে, তৎপরে তাহারা বাদ্য বাজাইতে থাকে, কতক লোক লাফালাফি করিতে থাকে এবং ছটফট্ করিতে করিতে অচৈতন্য হইয়া পড়ে, তথায় কিছু খাদ্য- সামগ্রী সংগ্রহ করিয়া রাখে, এইরূপ স্থলে কাহারও উপস্থিত হওয়া জায়েজ হইবে কি না? তদুত্তরে তিনি বলিলেন, এইরূপ ফকিরদের মত বাতীল, মূর্খতা ও গোমরাহী। কোরআণ ও হাদিছ ভিন্ন ইসলাম অন্য কিছুই হইতে পারে না। ছামিরির শিষ্যগণ প্রথমেই নাচানাচি ও ছটফট্ করিবার নিয়ম প্রচলিত করে, যে সময় ছামিরি তাহাদের জন্য শব্দকারী গোবৎসের প্রতিমা নির্ম্মান করিয়াছিল, সেই সময় তাহারা উহার চতুর্দ্দিকে নাচানাচি ও লাফালাফি করিয়াছিল, ইহা কাফের ও গোবৎস-পূজকদের রীতি।

নবম মসলা

মেশ্‌কাত, ৩৮ পৃষ্ঠা ঃ—

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تعوذوا بالله من

جب الحزن قالوا يا رسول الله وماجب الحزن قال واد فى جهنم يتعوذ منه جهنم كل يوم اربعمائة مرة قيل يا رسول الله و من يدخلها قال القراء المراء ون باعمالهم رواه الترمذى ـ

"এমাম তেরমজি বর্ণনা করিয়াছেন, জনাব হজরত নবি করিম (ছাঃ) বলিয়াছেন, তোমরা আল্লাহ্ তায়ালার নিকট 'জোব্বোল হোজ্ন' হইতে উদ্ধার প্রার্থনা কর। ছাহাবাগণ বলিলেন, ইয়া রছুলোল্লাহ, জোব্বোল-হোজ্ন কি? হুজুর বলিলেন, উহা জাহান্নামের একটী ময়দান, স্বয়ং জাহান্নাম প্রত্যেক দিবস উহা হইতে চারি শত বার উদ্ধার প্রার্থনা করে। কেহ বলিলেন, ইয়া রছুলোল্লাহ, কোন ব্যক্তি উহাতে প্রবেশ করিবে। হজুর বলিলেন, যে দরবেশগণ লোক দেখাইবার ইচ্ছায় এবাদত করে, তাহারাই উহাতে প্রবেশ করিবে।

ত্রিপুরার খোন্দকারজী নিরক্ষর লোকদের নিকট প্রকাশ করিয়া থাকেন যে, এতদঞ্চলের আলেমগণ ফকিরি জানেন না, কেবল আমি বস্তা বস্তা মায়ারেফাতি তত্ত্ব শিখিয়াছি। আরও বিজ্ঞাপনে প্রচার করিলেন যে, অমুক অমুক আলেম দাজ্জাল, কেবল তিনি বেহেশ্তী দেব। তিনি নিজের এল্‌ম্ ও মায়ারেফাতের বস্তা মুখে ও বিজ্ঞাপনে প্রকাশ করিয়া রিয়াকারীর চূড়ান্ত প্রমাণ দেখাইয়া, উক্ত হাদিছ অনুসারে পরকালে কোন্ স্থানে প্রবেশ করিবেন?

সমুদ্রের অগাধ পানির মধ্যে প্রকাণ্ড রোহিত মৎস্য থাকে, কিন্তু কেহই জানিতে পারে না। এক গণ্ডুষ পানিতে পুঁটী মৎস্য লাফালাফি করিতে থাকে। আমাদের দেশের আলেমগণ ত্রিপুরার মুনশীজীকে দশ বৎসর এল্‌ম্ ও মায়ারেফাতি তত্ত্ব শিক্ষা দিতে পারেন, কিন্তু তাঁহারা স্বল্প বিদ্যাধারী ও খশ্‌ড়া ফকিরের ন্যায় বিদ্যা ও মায়ারেফাতি জানাইবার জন্য বিজ্ঞাপন প্রচার করেন না।

ত্রিপুরার মুনশীজীর বিজ্ঞাপনের সমালোচনা

মুনশীজী উক্ত বিজ্ঞাপনে লিখিয়াছেন ঃ—

কতকগুলি আলেম কোরআণ, হাদিছ ও ছাহাবার কওলের বিরুদ্ধে হক মসলা গোপন করতঃ লোকের ইমান ও আখেরাতের পথ নষ্ট করিতেছেন সাবধান মুসলমানগণ, এরূপ দাজ্জাল ও মাওলানা মৌলবী হইতে ইমান রক্ষা করুন।

উত্তর

ত্রিপুরার খোন্দকারজী মগরেবে কছর পড়েন, দোয়া পড়িয়া কবর মাফ্ পান, রেশমী কাপড় পুরুষের পক্ষে হালাল বলেন, গীত বাদ্য জায়েজ বলেন, শরিয়তকে নাজাতের পথ ধারণা করেন না, জাতি গৌরব ও জাতি নিন্দা করেন, আলেমদিগের উপর এনকার করেন, অতি উচ্চস্বরে জেকের করিয়া লোকের নিদ্রা ভঙ্গ করেন, জেকেরের কালে লাফালাফি ও ছটফট করেন এবং ফকিরি ও এলমে প্রকাশ করিতে বিজ্ঞাপন প্রকাশ করেন, ইহা কোরআন হাদিছ ও ছাহাবাদের বিরুদ্ধ মত, তিনি হক মসলা গোপন করিয়া এরূপ বু ফৎওয়া দিয়া লোকের দ্বীন ও ঈমান নষ্ট করিতেছেন, আর আমাদের দেশীয় আলেমগণ কোরআণ, হাদিছ ইত্যাদি দলীল দ্বারা তাঁহার কুমত খণ্ডন করিয়া লোকের দ্বীন ও ঈমান রক্ষা করিতেছেন। পাঠক এক্ষণে আপনি বুঝুন যে, কে দাজ্জাল ও কাহারা সাধু? এবং কাহার ছক্র হইতে ঈমান রক্ষা করা আবশ্যক।

ইহা তো গেল, খোন্দকারের সাধু হইবার অবস্থা। তাহার বিদ্যার এত দৌড় যে, তিনি নিজ বিজ্ঞাপনে আখেরাতের জামানায় দাজ্জাল বাহির হইবার কথা লিখিয়াছেন, কিন্তু সকলেই জানেন যে, আখেরাতের জামানা বলিলে, হজরত ইস্রাফিল ফেরেশতার শিঙ্গা ফুক দিবার পর জামানা বুঝা যায়, কিন্তু দাজ্জাল দুনিয়ায় বাহির হইবে, আখেরাতের জামানাতে বাহির হইবে না, আরও তিনি উক্ত বিজ্ঞাপনে শামী কেতাবকে হাদিছের কেতাব বলিয়া লিখিয়াছেন, কিন্তু একটী বালকও জানে যে, উহা হাদিছের কেতাব নহে, বরং ফাতাওয়ার কেতাব। যদি ভুঁইফোড় দরবেশ রূপী মুনশীজী শামী কেতাবকে

হাদিছের কেতাব সাব্যস্ত করিতে পারেন, তবে ২৫ টাকা পুরস্কার পাইবেন। ত্রিপুরার মুনশী ছাহেব মুনশী হইয়া একদমে মাওলানা সাজিয়া বসিলেন, যদি তিনি মৌলবীও হইতেন, তবে মণিপুর, ডিঙ্গাজোড়া, প্রতাপনগর ও চাক্লা এই চারি স্থানে বাহাছ করিব বলিয়া শেষে গৃহের কোণে লুকাইয়া থাকিতেন না। আমাদের দেশের মাওলানাগণকে সহস্র আলেম মাওলানা বলেন, বঙ্গের বিখ্যাত পীর ফুরফুরা নিবাসী জনাব মাওলানা শাহ্ সুফী আবুবকর ছাহেব তাঁহাদিগকে মাওলানা বলেন, বা তাহাদিগকে খলিফা নির্ব্বচন করিয়াছেন, কিন্তু তাঁহারা কখন আপন নামে মাওলানা লেখেন না।

মেশ্‌কাত, ৪৩৩ পৃষ্ঠা ঃ—

لا يزال الرجل يذهب بنفسه حتى يكتب فى الجبارين فيصيبه ما اصابهم -

'মানুষ আপনাকে শ্রেষ্ঠ ধারণা করিতে থাকে, এমন কি (তাহার নাম) অহঙ্কারিদের (নমরুদ, ফেরাউন প্রভৃতি লোকদের) মধ্যে লেখা যায়, তৎপরে তাহাদের উপর যাহা ঘটিয়াছিল, ইহার উপর তাহাই ঘটে।

ত্রিপুরার মুনশীজী আত্ম-গৌরবে উন্মত্ত হইয়া অহঙ্কারিদের দলভুক্ত হইয়াছেন, এক্ষণে তাহার অদৃষ্টেই বা কি ঘটে।

ত্রিপুরার খোন্দকার বিজ্ঞাপনে আরও লিখিয়াছেন ঃ—

দাজ্জাল আলেম জাহেরা জেকের করিতে নিষেধ করে, জাহেরা জেকের নিসন্দেহে জায়েজ আছে, কোরআণ ছুরা আরাফ ও আনকাবুতে জাহেরা জেকের করিবার হুকুম আছে। আর হাদিছ শামী নেজাবল, জেহাচ্ছালার ইত্যাদিতে জাহেরা জেকের আছে। কেবল রিয়াকারী লোকের নিদ্রা ভঙ্গ ও অন্য লোকের নামাজ ভঙ্গ না হয়, এই কয় শর্ত্ত পালন করিবেন।

উত্তর

ছহিহ বোখারি, ২য় খণ্ড, ১০৫ পৃষ্ঠা ঃ—

عن ابى موسى الاشعرى رض قال كنا مع النبى صلعم فكنا اذا اشرفنا على واد هللنا وكبرنا ارتفعت اصواتنا فقال

النبى صلعم يا ايها الناس اربعوا على انفسكم فانكم لاتدعون اصم و لا غائبا۔

"হজরত আবু মুছা আশয়ারি (রাঃ) বলিয়াছেন আমরা জনাব হজরত নবি করিমের সঙ্গে ছিলাম, তৎপরে যখন আমরা কোন ময়দানে উপস্থিত হইতাম, তকন উচ্চশব্দে কলেমা ও তকবির পড়িতাম, ইহাতে হজরত বলিয়াছিলেন, "হে লোক সকল তোমরা নরম স্বরে বল, কেন না তোমরা বধির ও অনুপস্থিতকে ডাকিতেছ না।"

এক্ষণে ত্রিপুরার মুনশী ছাহেবকে জিজ্ঞাসা করি, জনাব হজরত নবি করিম (ছাঃ) উচ্চশব্দ করিয়া জেকের করিতে নিষেধ করিয়াছেন, আপনি তাঁহাকে কি বলিবেন? আপনি জেকেরের হাঁক ডাকে ৪ কিম্বা ৫ শত দূরস্থিত লোকের নিদ্রা ভঙ্গ করেন বা নামাজ নষ্ট করেন, আর হারাম লাফালাফি ও ছটফট করেন, তাহাই এতদঞ্চলের আলেমেরা নিষেধ করেন, এক্ষণে কে দাজ্জাল হইল, অনুগ্রহ করিয়া চিন্তা করিলে বুঝিতে পারিবেন। আপনি বলেন শরিয়তে নাজাত নাই, আপনার ন্যায় হাঁক ডাক ও নাচানাচির জেকের না করিলে, নাজাত হইবে না এবং নিজের ফকিরি প্রকাশ করিবার জন্য বিজ্ঞাপন প্রচার করেন, এইরূপ লোক বিরক্তকারী, নিদ্রা ও নামাজ ভঙ্গকারী ও রিয়াকারী জাহেরা জেকের কিরূপে নিঃসন্দেহে জায়েজ হইবে?

মুনশীজী কোরাণ শরিফের ছুরা আরাফ হইতে তাহার হাঁক ডাকের জেকের প্রমাণ করিতে চাহেন, পাঠক, স্থির মনে আয়তটির মর্ম্ম শুনুন,-

واذكر اسم ربك تضرعا و خيفة و دون الجهر من القول۔

"তুমি কাতর ও ভীত ভাবে এবং অনুচ্চস্বরে তোমার প্রতিপালকের নামের জেকের কর।"

তফছির নায়ছাপুরি, ৯ম খণ্ড, ১০৩।১০৪ পৃষ্ঠা ঃ—

والثانى ذكر الرب فى النفس ليكون ادخل فى الاخلاص وابعد عن الرياء الى من قوله ودرن الجهر من القول والمراد ان يقع ذلك الذكر متوسطا بين الجهر و الا خفاء قال ابن عباس هو ان يذكر ربه على وجه يسمع نفسه۔

খোদার জেকের মনে মনে ও অনুচ্চস্বরে করিতে হইবে, খোদার জেকের মনে মনে করিলে নির্দ্দোষ ভাবে বিনা রিয়া সম্পাদিত হইয়া থাকে। অনুচ্চস্বরে জেকের করিবার অর্থ এই যে, জাহেরা (স্পষ্ট) জেকের না হয়। হজরত এব্‌নে আব্বাছ (রাদিঃ) বলিয়াছেন, অনুচ্চস্বরে জেকের করিবার মর্ম্ম এই যে, এমন ভাবে জেকের করা হয় যেন নিজ শুনিতে পায়।

তফছির এব্‌নে জারির, ৯ম খণ্ড, ১০৫ পৃষ্ঠা ঃ—

سمعت مجاهدا يقول فى قوله واذكر اسم ربك فى نفسك الاية قال امروا ان يذكروه فى الصدور تضرعا و خيفة عن ابن جريز قوله واذكر ربك فى نفسك تضرعا وخيفة قال يؤمر بالتضرع فى الدعاء والاستكانة و يكره رفع الصوت والنداء والصياح بالدعاء۔

এমাম মোজাহেদ বলিয়াছেন, উক্ত আয়তে লোক মনে মনে ভীত ও কাতর ভাবে জেকের করিতে আদিষ্ট হইয়াছেন। এমাম এব্নে জোরাএজ বলিয়াছেন, উক্ত আয়তে কাতর ও বিনম্র ভাবে দোয়া করিতে হুকুম হইয়াছে। আরও প্রমাণিত হয় যে, উচ্চস্বরে দোয়া (জেকের) করা মক্রূহ্ হইবে।

তফ্ছির মনির, প্রথম খণ্ড ৩১৩ পৃষ্ঠা :—

(واذكر ربك فى نفسك) اى اذكر ربك عارفا بمعانى الاذكار (تضرعا وخيفة) اى متضرعا و خائفا (ودرن الجهر من القول) اى متوسطا بين الجهر والمخافتة بان يذكر الشخص ربه على وجه يسمع نفسه -

আয়তের মর্ম্ম এই যে, জেকেরের মর্ম্মের দিকে লক্ষ্য করিয়া ভীত ও কাতর ভাবে জেকের করিবে। আর অনুচ্চস্বরে জেকের করিবার মর্ম্ম এই যে, এমন ভাবে জেকের করিবে যে, যেন নিজ কর্ণে উহা শুনিতে পায়।

এইরূপ তফ্ছির কাশ্শাফ ১ম খণ্ড, ৫২৩ পৃষ্ঠায়, তফছির মায়ালেম, ২য় খণ্ড, ২৭৩ পৃষ্ঠায় ও তফছির খাজেন,২য় খণ্ড, ১৭৩ পৃষ্ঠায় লিখিত আছে।

পাঠক, দেখিলেন ত উক্ত আয়তে মুনশীজীর হাঁক ডাকের জেকের প্রমাণিত হয় না, বরং চুপে চুপে জেকের করাই প্রমাণিত হয়।

মুনশীজী ছুরা আনকাবুত হইতে উচ্চস্বরে জেকের করাপ্রমাণিত করিতে চাহেন। পাঠক, স্থির চিত্তে আয়তের মর্ম্ম শুনুন—

ولذكر الله اكبر-

তফছির নায়ছাপুরি, ২১ খণ্ড, ৮ পৃষ্ঠায়—

ولذكر الله اى الصلوة اكبر من غيرها من الطاعات-

উক্ত আয়তের মর্ম্ম এই যে, নামাজ অন্যান্য এবাদত অপেক্ষা শ্রেষ্ঠতম। (এস্থলে জেকেরের মর্ম্ম নামাজ গ্রহণ করা হইয়াছে)।

তফছির এব্নে জরির, ২০ খণ্ড, ৯৩।৯৪ পৃষ্ঠা—

وقوله ولذكر الله اكبر اختلف اهل التأويل في تأويله فقال بعضهم معناه ولذكره اياكم افضل من ذكر كم (الى) و قال أخرون بل معنى ذلك ولذكر الله افضل من كل شئ-

কোন কোন আলেম বলিয়াছেন, উক্ত আয়তের মর্ম্ম এই যে, তোমরা খোদার স্মরণ লইয়া থাক, আর খোদাতায়ালা (ফেরেশ্‌তা দিগের নিকট) তোমাদের স্মরণ লইয়া থাকেন, কিন্তু খোদাতায়ালার স্মরণ লওয়া তোমাদের স্মরণ লওয়া অপেক্ষা উত্তম। আর কতক আলেম বলিয়াছেন, উহার মর্ম্ম এই যে, খোদাতায়ালার জেক্‌র প্রত্যেক বিষয় হইতে উত্তম।

পাঠক, দেখিলেন, ত উক্ত আয়তে উচ্চস্বরে জেক্‌র করার কোন কথাই নাই, কিন্তু ত্রিপুরার খোন্দকার ছাহেব নিজ কেয়াছে কোরআণ শরিফের অর্থ পরিবর্ত্তন করিয়াছেন।

ছহিহ তেরমজি—

من قال في القران برأيه فليتبوأ مقعده من النار -

যে ব্যক্তি নিজ মনোক্তি মতে কোরআণ শরিফের তফ্‌ছির করে, সে যেন নিজের স্থান দোজখ ঠিক করিয়া রাখে। মুন্‌শীজী শামী ইত্যাদি কেতাবকে হাদিছের কেতাব বলিয়া প্রকাশ করিয়াছেন, যদি তিনি হাদিছ কাহাকে বলে জানিতেন, তবে এরূপ বাতীল কথা লিখিতেন না। নিরক্ষর লোকদিগকে মিথ্যা কথা বলিয়া ধোঁকা দিবার মানসে এইরূপ কথা বলিয়াছেন। জনাব হজরত

নবি করিম (ছাঃ) ফরমাইয়াছেন—

"যে ব্যক্তি স্বেচ্ছায় যাহা নবির হাদিছ নহে, উহাকে নবির হাদিছ বলিয়া প্রকাশ করে, সে যেন নিজের স্থান জাহান্নাম নির্দ্ধারণ করে।"

খোন্দকার ছাহেব যাহা কোরআণ নহে, তাহা কোরআণ এবং যাহা হাদিছ নহে, তাহা হাদিছ বলিয়া কি হইবেন? অল্প বিদ্যা ভয়ঙ্কর।

ত্রিপুরার খোন্দকারজী লিখিয়াছেন—

যে মৌলবি সামান্য গোনার জন্য স্ত্রীকে তালাক দেওয়ার মসলা প্রচার করেন, বা যে মৌলবি লাঠি হাতে করিয়া খোৎবা পড়িবার মস্‌লা প্রচার করেন, তাহাকে শয়তান বা দাজ্জাল জানিতে হইবে।

উত্তর

কোরআণ, ছুরা বাকার—

لا جناح عليكم ان طلقتم النساء مالم تمسوهن او تفرضوا لهن فريضة۔

"তোমাদের উপর কোন গোনাহ্ নাই যদি তোমরা স্ত্রীগণকে এমতাবস্থায় তালাক প্রদান কর যে, তাহাদিগকে স্পর্শ কর নাই, অথবা তাহাদের জন্য কিছু (মোহর) নিরূপন কর নাই।"

এই আয়তে প্রমাণিত হয় যে, স্ত্রীলোকের কোন দোষ না থাকিলেও তাহাকে তালাক দেওয়া জায়েজ আছে।

কোরআণ, ছুরা তহরিম—

عسى ربه ان طلقكن ان يبدله از واجا خيرا منكن۔

"যদি তিনি (হজরত) তোমাদিগকে তালাক দেন, তবে সত্বর তাঁহার পালনকারী (খোদাতায়ালা) তাঁহাকে তোমাদিগকে অপেক্ষা উত্তম বিবি সকল বদলাইয়া দিবেন।

তফ্‌ছির খাজেন ইত্যাদিতে বর্ণিত আছে যে, হজরত নবি করিমের (ছাঃ) স্ত্রীগণ তাঁহার সহিত কলহ করিয়াছিলেন, সেই হেতু খোদাতায়ালা

তাঁহার স্ত্রীগণকে তালাক দিবার অনুমতি দিয়াছিলেন।

মাওয়াহেব ও জামেয়োল অছুল ইত্যাদি গ্রন্থে বর্ণিত আছে যে, আছমা নাম্নী জনার হজরত নবি করিমের (ছাঃ) একজন স্ত্রী ছিল, সেই স্ত্রী বলিয়াছিল যে, আমি খোদার নিকট আপনা হইতে আশ্রয় চাহিতেছি, এতচ্ছ্রবণে হজরত তাহাকে তালাক দিয়াছিলেন।

ইহাতে প্রমাণিত হইল যে, সামান্য গোনার জন্য তালাক দেওয়া জায়েজ আছে, ইহা কোরআণ ও হাদিছের অনুমোদিত মত।

বাহরোর রায়েকে লিখিত আছে, তালাক দেওয়া অতি নিকৃষ্ট কাজ হইলেও উহা অধিকাংশ আলেমের মতে প্রত্যেক অবস্থায় জায়েজ আছে। আরও উহাতে বর্ণিত আছে যে, কর্কশ ভাষিণী কলহ-প্রিয়া, অনিষ্ট কারিণী কিম্বা বেনামাজি স্ত্রীলোককে তালাক দেওয়া ওয়াজেব নহে, বরং মোস্তাহাব হইতে পারে।

"মেনহাতোল -খালেক গ্রন্থে বর্ণিত আছে যে, আদব শিক্ষা দেওয়ার মানসে বা উভয়ের মনের অসদ্ভাবের জন্য তালাক দিলে দোষ হইতে পারে না।

পাঠক, আমাদের দেশের আলেমগণ কাহাকেও যে সে কারণে তালাক দিতে বলে না, তবে তালাকদাতা ব্যক্তি তাঁহাদিগকে উক্ত কাজে বাধ্য করিলে, অগত্যা তাঁহারা তালাক দিবার ব্যবস্থা বলিয়া দিয়া থাকেন, ইহাতে তাঁহাদের কি দোষ হইবে?

হে খোন্দকারজী, খোদা ও রছুল সামান্য গোনাহের জন্য তালাক দেওয়া জায়েজ বলিয়াছেন, এক্ষণে আপনি তাঁহাদিগকে শয়তান ও দাজ্জাল বলিবেন কিনা? তওবা "নিম আলেম খাৎরায় ইমান ও নিম ডাক্তার খাৎরায় জান" ইহা ধ্রুব সত্য কথা।

দ্বিতীয় উত্তর

ছহিহ আবুদাউদ, ১৫৭ পৃষ্ঠা—

فا قمـنـا بهـا ايا ما شهدنا فيها الجمعة مع رسول الله

صلعم فقام متوكئا على عصا او قوس-

হজরত হাকাম (রাঃ) বলেন, আমরা মদিনা শরিফে কয়েক দিবস অবস্থিতি করিয়াছিলাম, আমরা জনাব হজরত নবি করিমের (ছাঃ) সঙ্গে জোমার নামাজ পড়িতে উপস্থিত হইতাম, হজরত লাঠি কিম্বা ধনুকে ভর দিয়া (খোৎবার জন্য) দাঁড়াইতেন, তৎপরে খোৎবা পড়িতেন।

এই হাদিছে প্রমাণিত হয় যে, লাঠি হাতে করিয়া খোৎবা পড়া দোষণীয় নহে।

দোররে-মোখতারে লিখিত আছে, খোলাছা কেতাবে লাঠি কিম্বা ধনুকের উপর ভর দিয়া খোৎবা পড়া মকরুহ বলা হইয়াছে।

মারাকিল-ফালাহের টীকা, ২৯৯ পৃষ্ঠা—

و ناتش فيه ابن امير حاج بانه ثبت انه صلعم قام خطيبابالمدينة متكئا على عصا او قوس كما فى ابى داؤد و كذا رواه البراء بن عازب عنه صلعم وصححه ابن السكن۔

এবনে আমির- হাজ্ব মকরুহ হইবার মতের প্রতিবাদে বলিয়াছেন, নিশ্চয় প্রমাণিত হইয়াছে যে, জনাব হজরত নবি করিম (ছাঃ) মদিনা শরিফে লাঠি কিম্বা ধনুকের উপর ভর দিয়া খোৎবা পড়িয়া ছিলেন, ইয়া ছহিহ আবু দাউদে আছে। হজরত বারা বেনে আজেব ও এইরূপ হাদিছ বর্ণনা করিয়াছেন এবং এমাম এবনোছ্-ছাকান উক্ত হাদিছটী ছহিহ বলিয়াছেন।

শামি, ৮৯২ পৃষ্ঠা—

(فى الخلاصة الخ) استشكله فى الحليه بانه فى رواية ابى داؤد انه صلعم قام اى فى الخطبة متوكئا على عصا وقوس او نقل القهستانى عن عيد المحيط ان اخذ العصا سنة كالقهيم۔

হোলইয়া কেতাবে মকরূহ্ হওয়ার প্রতিবাদে লিখিত আছে যে, ছহিহ্ আবুদাউদে লাঠি কিম্বা ধনুকের উপর ভর করিয়া খোৎবা পড়িবার হাদিছ আছে। কাহাস্তানি মুহিৎ কেতাবের ঈদের অধ্যায় হইতে বর্ণনা করিয়াছেন যে, দাঁড়াইয়া খোৎবা পড়া এবং লাঠি হাতে করিয়া খোৎবা পড়া উভয় ছুন্নত।

ছফরোচ্ছ্ ছায়াদতের টীকা, ২০৯ পৃষ্ঠা—

ودربعض روایات فقهیت حنفیه آمده که اتکا بر قوس یا عصا مکروه است و صحیح آنست که مکروه نیست جهت ورود سنت۔

কোন হানিফি ফেকার রেওয়াএতে আছে যে, লাঠি কিম্বা ধনুকের উপর ভর দিয়া (খোৎবা পড়া) মকরূহ্, কিন্তু ছহিহ ব্যবস্থা মতে উহা মকরূহ্ নহে, কেননা উহা হাদিছে প্রমাণিত হইয়াছে।

পাঠক, হাদিছ ও ফেকার কেতাব হইতে লাঠি হাতে করিয়া খোৎবা পড়া জায়েজ সাব্যস্ত হইল। ত্রিপুরার খোন্দকারজী উহা ইমান ধ্বংশের কাজ ও দাজ্জাল বা শয়তানের কাজ বলিয়া জনাব হজরত নবি করিম (ছাঃ) কে কত বড় কথা বলিলেন, তাহাই চিন্তা করুন।

খোন্দকারজী বিজ্ঞাপনে ফৎওয়া জারি করিয়াছেন যে, বস্ত্র বয়নকারী, মৎস্য ব্যবসায়ী ও তৈলকার মৌলবি মাওলানার নিকট মুরিদ হইতে সন্দেহ হইলে, মুরিদ হওয়া জায়েজ নহে। আর সন্দেহ না হইলে, উহা জায়েজ আছে, ইহা তেরমজির মধ্যে আছে।

উত্তর

কওলোল জমিল—

فشرط من یاخذ البیعة امور احدها علم الکتاب والسنة فیکفی من علم الکتاب قد ضبط تفسیر المدارک

او الـجلالين و حققه على عالم من السنة ان يكون قد ضبط وحقق مثل كتاب المصابيح و عرف معانيه الخ-

"মুর্শীদ হইবার জন্য পাঁচটি শর্ত্তের আবশ্যক, প্রথম শর্ত্ত এই যে, অতি কম আলেম হইলেও তফসির জালালাএন বা মাদারেক এবং হাদিছের মেশকাত কেতাবে কোন আলেমের নিকট সুচারুরূপে শিক্ষা করেন। দ্বিতীয় শর্ত্ত এই যে, ধার্ম্মিক, পরহেজগার হয়েন, গোনাহ্ কবিরা না করেন এবং গোনাহ্ ছগিরা বারম্বার না করেন। তৃতীয় শর্ত্ত এই যে, পরকালের খেয়ালে নিমগ্ন থাকেন, আবশ্যকীয় এবাদত গুলিও ছহিহ ছহিহ হাদিসে প্রমাণিত জেক্র তছবিহগুলি সম্পন্ন করিতে থাকেন এবং অহরহ খোদাতায়ালার খেয়াল হৃদয়ে পোষণ করেন। চতুর্থ শর্ত্ত এই যে, জনসাধারণকে সত্য পথ প্রদর্শন করেন, মন্দ কাজ করিতে নিষেধ করেন, চরিত্রবান এবং জ্ঞানী হয়েন। পঞ্চম শর্ত্ত এই যে, অনেক সময় পীরদের সংশ্রবে থাকিয়া সৎ শিক্ষা ও বাতিনি নূর লাভ করিয়া থাকেন।"

ফাতাওয়ায় আজিজির দ্বিতীয় খণ্ডে (১০২ পৃষ্ঠায়) মুরিদ করিবার উপরোক্ত পাঁচটি শর্ত্ত লিখিত আছে।

এরশাদোত্তালেবিন, ২৬৩ পৃষ্ঠা—

پیری او مقید بچهار شرط است اول علم تفسیر و احادیث را بتمامه دانسته باشد- دوم علم فقه را بتمامه دانسته باشد - سوم علم مناظره را نیز دانسته باشد (تا) و آن نیست که سید زاده و یا شیخ زاده یا ملا زاده کامل و مکمل باشد بل کامل کسی است که از خدمت اذن

حاصل کرده باشد - و در روزی که صور بدمد گفته نشود

که فلان سید زاده و یا فلان شیخ زاده و یا عارف زاده

بیارید بلکه گویند آنچه عمل کرده است در حساب آرید -

পীর মুর্শিদ হইবার জন্য কয়েকটি শর্ত আছে- প্রথম এই যে, তফছির ও হাদিছ বিদ্যা সম্পূর্ণ আয়ত্ত করিয়া থাকেন, দ্বিতীয়, ফেকা বিদ্যা সম্পূর্ণ শিক্ষা করিয়া থাকেন। তৃতীয় তর্ক শাস্ত্র, নহো ছরফ ইত্যাদি আরবী ব্যাকরণ শিক্ষা করিয়া থাকেন। চতুর্থ, এল্‌মে তাছাওয়াফের কেতাব শিক্ষা করিয়া থাকেন। পঞ্চম, বিদ্যা সঞ্চয়ের পর ইন্দ্রিয় দমন করিয়া থাকেন। ষষ্ঠ, মুর্শিদের নিকট বাতিনি এল্‌ম শিক্ষা করিয়া থাকেন। সপ্তম, কামালিয়তের নূর ও ফয়েজ সম্পূর্ণ রূপ লাভ করিয়া থাকেন। অষ্টম, পীর কামেল তাঁহাকে মুরিদ করিবার অনুমতি দিয়া থাকেন। যিনি পীর কামেলের খেদমত করিয়া অনুমিত প্রাপ্ত হইয়াছেন, তিনিই কামেল পীর হইবেন, কেবল শেখ জাদা, সৈয়দ জাদা ও মোল্লাজাদা হইলে কামেল পীর হওয়া যায় না। যে দিবসে সিঙ্গা ফুৎকার করা যাইবে, বলা হইবে না যে, অমুক শেখ, সৈয়দ ও দরবেশ জাদাকে আনয়ন কর, বরং বলা হইবে, যাহা আমল করিয়াছ, তাহাই আনয়ন কর।"

পাঠক, যিনি যে বংশোদ্ভব হউন, উপরোক্ত শর্তধারী ব্যক্তিই মুর্শিদ হইবেন। এমাম আজম, দাউদ তাই হবিব আজমি মারুফ কারখি, হাছান বিছারি, ছাররী ছক্তি, জন্নুন মিছরি, জোনাএদ বগদাদী, বাএজিদ বোস্তামি, শেখ শিবলি, শকিক বালখি, ছাহাল তস্তরি, মালেক দিনার ও বাশার হাফি প্রভৃতি বহু পীর মোর্শেদ্গণ আশরাফ বা ছাহাবা বংশধর ছিলেন না। শর্তহীন ব্যক্তি আশরাফ হইলেও তাঁহার নিকট মুরিদ হওয়া জায়েজ হইবে না।

খোন্দকারজী লিখিয়াছেন, বস্ত্রবয়নকারী, মৎস্য ব্যবসায়ী ও তৈলকার বংশধর আলেমদিগের নিকট মুরিদ হইতে সন্দেহ হইলে, তাঁহাদের নিকট জায়েজ নহে। হে কোরআণ ও হাদিছ অমান্যকারী খোন্দকার! কোরআণ

হাদিছও ফেকার কেতাব অনুযায়ী পরহেজগার আলেমগণ যে বংশধর হউন না কেন, প্রধান আশরাফ মধ্যে গনা, তবে তাঁহাদের উপর সন্দেহ্ করিবার কারণ কি? আপনি যদি না জানেন, তবে এই কেতাব পাঠ করিলে দেখিতে পাইবেন যে, মাজমায়োল-আনহোর, বাহরোর-রাএক, আলমগিরি, আশ্বাহ ও ফেকহে আকবরের টীকা ইত্যাদি কেতাব সমূহে বর্ণিত আছে যে, পরহেজগার কোরআণ ও হাদিছ তত্ত্বজ্ঞ আলেমের উপর ঘৃণা বা এন্কার করিলে, কাফের হইতে হয় এবং উক্ত এন্কার কারীর স্ত্রীর নিকাহ্ ভঙ্গ হইয়া যায়।

তফছির দোর্রে-মনছুর ও আজিজি ইত্যাদিতে বর্ণিত আছে যে, হজরত আদম (আঃ) বস্ত্র বয়ন করিতেন, এবং হজরত বিবি হাওয়া ও হজরত বিবি মরিয়ম সূতা প্রস্তুত করিতেন।

কাঞ্জোল-ওম্মাল ও তহজিব ইত্যাদি গ্রন্থে আছে যে, মদিনার কোন কোন আনছার ছাহাবা, এমাম মোহাম্মদ বোন্দার, শেখ ইস্মাইল, খাজা আজিজান, আলি রামেথনি, খাজা বাহাউদ্দিন নকশ্ বন্দী ও শেখ আবুবকর (কদঃ) বস্ত্র বয়ন করিতেন।

দোর্রোতোন -নাছিহিন মধ্যে বর্ণিত আছে, হজরত আলির (রাঃ) পরিধেয় বস্ত্র হজরত ফাতেমা (রাঃ) প্রস্তুত করিয়া দিতেন।

তফছির আবুছউদ বয়জবি ও কবির ও মায়ালেম ইত্যাদিতে বর্ণিত আছে যে, যে সৈয়দ হজরত সোলায়মান (আলা) মৎস্য বিক্রয় করিয়াছিলেন। হজরত ইছা নবির (আঃ) শিষ্য সৈয়দ সমউন, ইউহান্না, ইয়াকুব ও ইন্দ্রিয়া মৎস্য ব্যবসায়ী ছিলেন। তফ্ছির তইছির ইত্যাদিতে আছে, ছাহাবা হজরত আবদুল্লা বেনে মন্ফুছ, পীর জোন্নন মিছরি, শেখ এবরাহিম, শেখ মোহাম্মদ ছাম্মাক ও শেখ আবু জাফর মৎস্য ব্যবসায়ী ছিলেন। শেখ আবু ইয়াকুব তৈলকার ছিলেন।

খোন্দকারজী, উপরোক্ত মহাত্মাগণকে কি বলিয়া মনের খেদ মিটাইবেন। ধন্য আপনার খোন্দকারগিরী ও আলেমগিরী। আপনি হজরত আদমের সন্তান হইতে বোধহয় লজ্জা বোধ করিবেন, কারণ তিনি বস্ত্র বয়ন করিয়াছিলেন।

رجل قال مع غيره ان آدم عليه السلام نسج الكرباس

پس ما همه جولاها بچگان باشيم فهذا كفر۔

ফৎওয়া আলমগিরি—

যদি এক ব্যক্তি অন্য ব্যক্তিকে (এনকার ভাবে) বলে যে, হজরত আদম (আঃ) বস্ত্র বয়ন করিয়াছিলেন, তবে কি আমরা জোলা সন্তান হইলাম? তবে সে ব্যক্তি কাফের হইবে।

হে খোন্দকারজী, বঙ্গ-বিখ্যাত পীর জনাব মাওলানা শাহ্ সুফী মোহাম্মদ আবুবকর ছাহেব যে বস্ত্র বয়নকারী ও মৎস্য ব্যবসায়ী বংশোদ্ভব আলেমদিগের পশ্চাতে নামাজ পড়িয়াছেন, যাঁহাদিগকে মাওলানা উপাধি দিয়াছেন, যাঁহাদিগকে তরিকতের খলিফা মনোনীত করিয়া মুরিদ করিতে ছনদ লিখিয়া দিয়াছেন, তাঁহাদিগের নিকট মুরিদ হইতে ইমানদার ব্যক্তির সন্দেহ নাই, তবে স্বল্প বিদ্যাধারী বেদাৎ ই ফৎওয়া প্রচারক ত্রিপুরার নামধারী শরিফজাদার নিকট মুরিদ হইতে প্রত্যেক ইমানদারের সন্দেহ হইয়া থাকে। এক্ষণে জিজ্ঞাস্য এই যে, সন্দেহপূর্ণ খোন্দকারের নিকট মুরিদ হওয়া জায়েজ হইবে কি না?

খোন্দকারজী নিরক্ষর লোকদিগকে ধোকা দিবার জন্য মিথ্যা করিয়া লিখিয়াছেন যে, তেরমজি কিতাবে আছে, বস্ত্র বয়নকারী ও মৎস্য ব্যবসায়ী বংশধর আলেমের প্রতি সন্দেহ হইলে মুরিদ হওয়া জায়েজ নহে।

এক্ষণে আমরা বজ্র নিনাদে খোন্দকারজীকে আহ্বান করিতেছি যে, যদি তিনি তেরমজি কেতাব হইতে প্রমাণ করিতে পারেন যে, বস্ত্রবয়নকারী ও মৎস্য ব্যবসায়ী বংশধর মৌলবি-মাওলানার নিকট সন্দেহ হইলে মুরিদ হওয়া জায়েজ নহে, কিন্তু শেখ বা কাজি বংশধর মৌলবি, মুনশী মিয়াজী ও খোন্দকারের উপর সন্দেহ হইলেও তাঁহাদের নিকট মুরিদ হওয়া জায়েজ আছে, তবে ৫০ টাকা পুরস্কার পাইবেন। আর যদি উহা প্রকাশ করিতে না পারেন, তবে এরূপ ধোকা দিয়া আর নিরক্ষর লোকদিগের ঈমান নষ্ট করিবেন না বলিয়া তওবা করুন।

হে খোন্দকারজী, বোধ হয় আপনার ন্যায় মুন্‌শীজী কোন দিবস ফৎওয়া জারি করিবেন যে, যদি খোদা কিম্বা নবির উপর সন্দেহ হয়, তবে তাঁহাদের উপর ঈমান আনা জায়েজ নাই, আর সন্দেহ না হইলে জায়েজ হইবে। পাঠক দেখিলেন ত খোন্দকারজী কি বলিতে গিয়া কি বলিয়া ফেলিয়াছেন।

খোদাতায়ালা শয়তানকে আদমের ছেজ্‌দা না করিবার কারণ জিজ্ঞাসা করিলে, শয়তান বলিয়াছিল, আমি অগ্নি হইতে সৃজিত হইয়াছি, এবং আদম মৃত্তিকা হইতে সৃজিত হইয়াছেন, শ্রেষ্ঠ জাতি হইয়া নীচ জাতির ছেজদা কিরূপে করিব? এই জাতি গৌরব ও আত্মম্ভরিতা প্রকাশে শয়তান লানতি হইয়াছিল। খোন্দকারজীও কি সেই রূপ জাতি গৌরব করেন?

ছহিহ মোছলেম—

ان هذا العلم دين فا نظروا عمن تاخذون دينكم ـ

"নিশ্চয় এই এলম দীন হইতেছে, যাহা হইতে তোমরা দীন শিক্ষা করিবে, তাহার অবস্থা পরীক্ষা করিয়া লইবেন।" অর্থাৎ বেদাতি লোকের নিকট মুরিদ হওয়া, ফৎওয়া গ্রহণ করা ও নছিহত শ্রবণ করা জায়েজ নহে।

ছহিহ বোখারি ও মোছলেম—

اذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤسا جهالا فسئلوا

فافتوا بغير علم فضلوا و اضلوا ـ

"যে সময় খোদাতায়ালা কোন আলেমকে জীবিত রাখিবেন না, সেই সময় লোকে নিরক্ষর দিগকে নেতা নির্ব্বাচিত করিবে, তাহারা কোন বিষয় জিজ্ঞাসিত হইলে, না জানিয়া ফৎওয়া দিবে এবং নিজেরা গোমরাহ্ হইবে ও লোককে গোমরাহ্ করিবে।" অর্থাৎ প্রকৃত কোরাআণ ও হাদিছ তত্ত্বদর্শী আলেম ভিন্ন যে সে পাগড়ীধারী বাক্‌পটু ও ফেরেববাজ লোকের ফৎওয়া গ্রহণ করিলে, গোমরাহ্ হইতে হইবে।

ছহিহ মোছলেম —

لعن الله من اوى محدثا ـ

" যে ব্যক্তি বেদাত প্রচারককে স্থান দিবে, খোদাতায়ালা তাহার প্রতি লানত করিবে।"

মেশকাত, ৩১ পৃষ্ঠা—

من وقر صاحب بدعة فقد اعان على هدم الاسلام ـ

" যে ব্যক্তি কোন বেদাত প্রচারকের যত্ন ও সাহায্য করিল, নিশ্চয় সে ইসলাম ধর্ম্ম ধ্বংস করিবার সহায়তা করিল।"

পাঠক, স্বল্প বিদ্যাধারী বেদাত প্রচারক অহঙ্কারী ত্রিপুরার মুনশীজীর নিকট মুরিদ হওয়া ও তাহার যত্ন ও সাহায্য করা উক্ত দলীল সমূহ অনুযায়ী জায়েজ নহে।

উপসংহারে বলি, খোন্দকারজী নিজে জাল করিয়া কতকগুলি মাওলানা মৌলবির নাম বিজ্ঞাপনে লিখিয়া তাঁহাদের নামের কলঙ্ক করিয়াছেন। কোন মৌলবি মাওলানা এরূপ বেদাত পূর্ণ বিজ্ঞাপনে দস্তখত করিতে পারেন না। আর ইহাও হইতে পারে যে, খোন্দকারজী কতকগুলি কল্পিত নামকে মৌলবি মাওলানা সাজাইয়া সাধারণকে ধোকা দিবার চেষ্টা পাইয়াছেন। এখন এই পর্যন্ত, আবশ্যক হইলে, বারান্তরে সাক্ষাৎ করিব। ইতি-

বিনীত —

শরিফ ইয়াকুব মক্কি— যশোহরী।

মাওলানা মৌলবি সাহেবগণের স্বাক্ষর।

(বঙ্গ-বিখ্যাত পীর মাওলানা) (মোহাম্মদ আবুবকর (সাহেব)

(মাওলানা) আহ্‌মদ আলি (সাহেব)

(মাওলানা) সৈয়দ নুরোন্নবি (সাহেব)

(মৌলবি) বশিরুদ্দিন আহ্‌মদ (সাহেব)

আবদুল মোহায়মেন (সাহেব) (মাওলানা) আবদুল ওয়াহেদ
(মৌলবি) (রফিউদ্দীন (সাহেব) ফারুকী (সাহেব)
মাওলানা এছমাইল (সাহেব)- (মাওলানা)গোলাম ছরওয়ার (সাহেব)
(মাওলানা) মোহাম্মদ
গোলাম আকবর (সাহেব)

সমাপ্ত